কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 8 JUN 2017 ... পৃঃ ... ৬ ... কলাম ... ৬ ...

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চুয়েটে হচ্ছে দেশের প্রথম 'আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর'

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ▷

দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের প্রথম 'আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট)। এ প্রকল্পে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৭৭ কোটি টাকা। গত মঙ্গলবার একনেকে এই প্রকল্প অনুমোদন পায়।

তথ্য-প্রযুক্তি খাতে দেশীয় সক্ষমতা যুগোপযোগী করতে এবং দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন চুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রফিকুল আলম।

প্রকল্প অনুমোদনের পরপরই ফেসবুক স্ট্যাটাসে ইনকিউবেটরের নকশার দুটি ছবি প্রকাশ করে আইসিটি পরিবারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

প্রকল্প সম্পর্কে ড. মোহাম্মদ রফিকুল আলম বলেন, বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে তথ্য-প্রযুক্তির ওপর দেশব্যাপী অনেক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এরই অংশ হিসেবে সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। আর বিজ্ঞান ও প্রকৌশলমনস্ক জাতি গঠনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দেশের প্রথম আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ প্রকল্পের সম্ভাবনা ও গুরুত্ব অনুধাবন করে এর বাজেট ৭৭ কোটি থেকে প্রয়োজনে আরো বাড়ানোর জন্যও একনেক সভা থেকে পরামর্শ দেওয়া হয়। উপাচার্য বলেন, 'এ প্রকল্প অনুমোদন করায় আমরা প্রধানমন্ত্রীর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।'

ড. মোহাম্মদ রফিকুল আলম বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েটদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে, একাডেমিক কার্যক্রমকে শিল্পের চাহিদানুসারে তৈরি করার সংযোগ স্থাপন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টি এবং ভৌত অবকাঠামোসহ আনুষঙ্গিক সুবিধা নিশ্চিত করবে এ প্রকল্প। তিনি বলেন, চুয়েটের অগ্রযাত্রায় বর্তমান সরকার অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। গত ফেব্রুয়ারিতে ৩২০ কোটি টাকার একটি ডিপিপি (ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্ল্যান) একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এ ধরনের বড় প্রকল্পগুলো সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের প্রয়াসগুলোকে সফল ও সার্থক করে গড়ে তুলতে হবে।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) ২৬তম সভায় গত মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রকল্পটির অনুমোদন দেন।

বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। সম্পূর্ণ সরকারি (জিওবি) অর্থায়নে ৭৬ কোটি ৯১ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি ২০১৯ সালের জুনের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। এ প্রকল্পের আওতায় চুয়েট ক্যাম্পাসে ১০ তলা ভবনের সাততলা পর্যন্ত ইনকিউবেশন ভবন তৈরি হবে। সাততলা ভবনটির প্রতি ফ্লোরে পাঁচ হাজার বর্গফুট করে মোট ৩৫ হাজার বর্গফুট জায়গা থাকবে। এ ছাড়া ছয়তলার ভিত্তিসহ চারতলা পর্যন্ত দুটি ডরমেটরি ভবন যার প্রতি ফ্লোরে পাঁচ হাজার করে দুটি ভবনে মোট ৪০ হাজার বর্গফুট এবং আটতলা ভিত্তির ছয়তলা পর্যন্ত মাল্টিপারপাস প্রশিক্ষণ ভবন থাকবে। এর প্রতি ফ্লোরে ছয় হাজার বর্গফুট করে মোট ৩৬ হাজার বর্গফুট জায়গা থাকবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশীয় আইটি খাতে সফল উদ্যোক্তা তৈরি এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি আইটি শিল্পে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের সুযোগ আরো অবারিত করার মাধ্যমে তথ্য-প্রযুক্তি খাতের আয় প্রত্যাশিত মাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে।